সংবাদ বিবৃতি

নড়াইলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি-মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর তীব্র নিন্দা এবং দ্রুততার সাথে তদন্তসাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি

[১৮ জুলাই ২০২২] গত ১৫ জুলাই ২০২২, শুক্রবার, নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া সাহাপাড়ায় ১৮ বছর বয়সী এক কলেজ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি, দোকান ও মন্দিরে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ন্যায় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা,প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জানাচ্ছে।

ফোরাম অত্যন্ত শংকা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, গত এক দশক ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'ইসলাম ধর্ম অবমাননা' করে স্ট্যাটাস বা পোস্ট দেয়া হয়েছে বলে প্রচার করে ধারাবাহিকভাবে ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা এবং ভাংচুর করা হচ্ছে। এসব ঘটনাগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি প্রায় একই রকম। প্রায় সবক'টি ঘটনার পরপর সব মহল থেকে বিচারের দাবি উঠলেও অধিকাংশক্ষেত্রে কেবল পোস্ট প্রদানকারী হিসেবে অভিযুক্ত বা তার পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বাস্তব সম্পৃক্ততা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সুপরিকল্পিত হামলার উসকানি প্রদানকারী এবং যারা মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর সহিংস আঘাত হানছে-তাদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, নানা ধরনের প্রভাব খাটিয়ে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশে দায়হীনতার সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে গেছে এবং এসব ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি প্রশ্নবিদ্ধ ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে-যা আমাদের মুক্তিযুক্ত, সংবিধান কিংবা মানবাধিকারের মৌলিক চেতনা পরিপন্থী।

এ প্রেক্ষিতে ফোরাম যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনতিবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে। একইসাথে, এমন ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহবান জানাচ্ছে। এছাড়া, অভিযুক্ত শিক্ষার্থী ও তাঁর পরিবারসহ উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, রাষ্ট্রে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং বৈচিত্র্যতার প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা বৃদ্ধি রাখার লক্ষ্যে সরকারের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার আহবান জানাচ্ছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | HRFB Email: hrfb.20@gmail.com | Website: https://hrf-bd.org/
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).